

নোমান আলী খান এবং শরীফ রানধাওয়া

Divine Speech

ডিভাইন স্পিচ

আল কুরআনের সাহিত্যালংকার অনুসন্ধান

জাকির হুসাইন অনুদিত



মুসলিম ভিলেজ

সূচিপত্র

» অধ্যায় এক - কুরআনের পরিচয়.....	৬
» অধ্যায় দুই - শব্দ নির্বাচন.....	৪৬
» অধ্যায় তিন - শব্দক্রম.....	৬৭
» অধ্যায় চার - ব্যাকরণগত স্থান পরিবর্তন.....	৮০
» অধ্যায় পাঁচ - রচনাইশৈলী ও ব্যাকরণের অন্যান্য সূক্ষ্মতা.....	১০১
» অধ্যায় ছয় - চিত্রকল্পীয় ভাষা এবং উপমা.....	১২২
» অধ্যায় সাত - আসমানি শপথ সমূহ.....	১৪১
» অধ্যায় আট - “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল মানুষের রব”	১৫৪
» অধ্যায় নয় - আল কুরআনে কাহিনী উপস্থাপন- এক	১৬৬
» অধ্যায় দশ - আল কুরআনে কাহিনী উপস্থাপন- দুই	১৮৩
» অধ্যায় এগারো - আল কুরআনের সূরাহ গুলোর কাঠামো এবং পারস্পরিক সংলগ্নতা	২০৫
» অধ্যায় বারো - আল কুরআনে প্রতिसাম্যতা	২৩২
» অধ্যায় তেরো - সূরাহ বাকারার গঠন কাঠামো এবং সংলগ্নতা	২৫০
» অধ্যায় চৌদ্দ - আল কুরআনের সূরাগুলোর অনুক্রম.....	৩০২

অধ্যায় এক কুরআনের পরিচয়

দেড় মিলিয়নেরও বেশি সংখ্যক অনুসারী নিয়ে ইসলাম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্বাসের নাম, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ। এটা মূলত একটি একেশ্বরবাদী বিশ্বাস, খৃষ্টান ও ইহুদিদের মতো ইবরাহিমী ধারার একটি সদস্য। তবুও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামের নামকরণ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, স্থান কিংবা গোষ্ঠীর নামের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এর নামকরণ একটি সার্বজনীন ধারণার ভিত্তিতে। আরবি শব্দ ‘ইসলাম’ দ্বারা আত্মসমর্পণ বুঝায়- আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ। এই শব্দ থেকেই এসেছে ‘মুসলিম’ শব্দটি, যার দ্বারা ইসলামের প্রতি অনুগত ব্যক্তিকে বুঝায়। আভিধানিক ভাবে অর্থ দাঁড়ায় ‘যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন’ আল্লাহর কাছে।

বিশ্বাসের সাক্ষ্যদানের জন্য পঠিতব্য বাক্যে তথা কালিমার প্রথমার্ধ ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ এর মধ্যে নিহিত আছে ইসলামের মৌলিক বার্তা, যার অনুবাদ- আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত-উপাসনার উপযুক্ত কেউ নেই। মুসলিমরা বিশ্বাস করে, এই মৌলিক ধারণাই অস্তিত্বের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য, এবং আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির কাছে যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছিলেন তাদের মূল আহ্বানও ছিলো এটাই। তারই ধারাবাহিকতাই হলো কালিমার দ্বিতীয়ার্ধ- মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ‘মুহাম্মাদ স. আল্লাহ তায়ালার রাসূল তথা বার্তা বহনকারী’। নুহ, ইব্রাহিম, মুসা, ইসা এবং আরও অনেক বাইবেলীয় নবীর ধারাবাহিকতায় মুসলিমরা মুহাম্মাদ স. কে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ নবী ও রাসূল গণ্য করেন। মুহাম্মাদ স. মুসলিমদের কাছে একজন পরিপূর্ণ আদর্শ এবং শিক্ষক, যিনি শিখিয়েছেন আল্লাহর ইবাদাত-উপাসনা করার পথ ও তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন পরিচালনা করার পদ্ধতি।

ইসলামের কেন্দ্রীয় বিষয় এর আসমানি কিতাব ‘আল কুরআন’। মুসা আ. এর কাছে তাওরাত, ইসা আ. এর কাছে ইঞ্জিল এবং অন্যান্য অসংখ্য আসমানি কিতাবের ধারাবাহিকতায় আল কুরআনকে মুসলিমরা আল্লাহ তায়ালার পাঠানো মানবজাতির জন্য সর্বশেষ বার্তা এবং তাঁর নিজস্ব কথা হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। আল কুরআন পশ্চিম আরবীয় উপত্যকায় মুহাম্মাদ স. এর কাছে ৬১০ থেকে ৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরবি ভাষায় প্রেরিত হয়েছিলো। আরবি একটি সেমিটিক (Semitic) ভাষা, যার অর্থ এটা ইহুদিদের তাওরাতের ভাষা হিব্রু এবং খৃষ্টানদের ইঞ্জিল (old testament)

অধ্যায় দুই শব্দ নির্বাচন

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব, এমনকি সামান্য একটিমাত্র ধারণা প্রকাশ করার জন্য চিরায়ত আরবি কীভাবে অনন্য সব বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকল্প পেশ করে। প্রেক্ষাপট, উপমা সমূহ, ধ্বনি ও অর্থে প্রভাব বিস্তার করে যদি কেউ ঠাণ্ডাকে বুঝানোর জন্য শিথ্র (দীর্ঘস্থায়ী ঠাণ্ডা)৩ সিহ্র (মৃত্যু-সদৃশ ঠাণ্ডা), ৩ সারসার (ঠাণ্ডা বাতাস) অথবা অন্য অনেক শব্দের মধ্যে থেকে যেকোনো একটি নির্বাচন করে ৬ বন্ধু বুঝানোর জন্য যদি কেউ শব্দ নির্বাচন করতে চায়, তাহলে সেখানে বন্ধুত্বের কারণ, ধরণ ও দৃঢ়তা কিংবা যে কারণে বন্ধুত্ব অন্তরঙ্গ হয়েছে এসব ব্যাপারে সূক্ষ্ম ও গভীর প্রভাব বিদ্যমান থাকে। আরবের কবি ও বক্তাদের কাছে, কবিতার সাহিত্যিক মান বিচারের জন্য এতে ব্যবহৃত শব্দ নির্বাচন ছিল মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ভাষার প্রগাঢ় এবং সৃজনশীল ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে মনোযোগী শ্রোতা ও পাঠকের ওপর তাৎক্ষণিক প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা, এবং সাহিত্য সমালোচকবৃন্দ কোনো রচনা বিচার বিশ্লেষণের সময় শব্দ নির্বাচনের দিকে খুবই গভীর খেয়াল করে থাকেন। এই ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, বিখ্যাত কবি হাসসান বিন সাবিত রা. এর ঘটনা। কবিতা আবৃত্তি ও প্রতিযোগিতার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত শহর উকাজ বাজারে হাসসান বিন সাবিত রা. নিজের গোত্রের সাহসিকতা ও বদান্যতার প্রশংসা করতে গিয়ে একবার নিম্নোক্ত স্তবকগুলো আবৃত্তি করেন-

লানা আল জাফানাতু আল গুররা ইয়াল মা'না বিদ দুহা

ওয়া আসইয়াফুনা ইয়াকতুরনা মিন নাজদাতিন দামা

আমরা হলাম পূর্বাহ্নের শ্বেত ঝলকানির বৃহৎ পাত্র এবং

আমাদের সাহসিকতায় আমাদের তরবারি থেকে ক্ষরিত হয় রক্তের ফোঁটা
এই স্তবকগুলো প্রকাশ করে চিরায়ত আরবির স্বভাবসুলভ অন্ত্যমিল, এবং ব্যবহার করা হয়েছে গোত্রের মহিমা প্রকাশক প্রাণবন্ত উপমা, যা ইসলামপূর্ব সময়ের একটি পরিচিত কাব্যচেতনা। কিন্তু এই কবিতা আন নাবিগাকে প্রভাবিত করতে পারেনি, যিনি ছিলেন ইসলামপূর্ব সময়ের শেষ দিকের সবচেয়ে সম্মানিত কবিদের একজন। তিনি কবি হাসসানের ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি শব্দের শব্দ নির্বাচন র মধ্যে ত্রুটি খুঁজে পান।

তিনি বলেন 'জাফানাত' দ্বারা শুধু অল্প কিছু বৃহৎ পাত্র বুঝায়; তবে 'জিফান'

অধ্যায় তিন

শব্দক্রম

সচরাচর কোনো বক্তা যখন তার বক্তব্য বা আলাপের মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকেন, তখন তিনি যদি একই সাথে দুই বা ততোধিক কোনো বিষয়ের উল্লেখ করেন, উল্লেখের ক্রমের মধ্যে শ্রোতারা কোনো তাৎপর্যের সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করেন না। যেমন, কল্পনা করা যাক একজন শিক্ষক তার কোনো ছাত্র সম্পর্কে আপনার সামনে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন “বুদ্ধিমান, অনুসন্ধিৎসু, এবং কঠোর পরিশ্রমী”। শুরুতে বুদ্ধির কথা উল্লেখ করার কারণে আপনি হয়ত অনুমান করবেন- এটাই হয়ত তখন শিক্ষকের মাথায় প্রথমে এসেছিল তাই বলেছেন। ফলে এই চিন্তা বা ধারণার ব্যাপারে পুনরায় সম্ভাবত খেয়ালও দিবেন না, এবং এমনকি এই চিন্তাকে আপনি প্রথমস্থানেও রাখবেন না। যদি আপনি পুনরায় সেই শিক্ষকের কাছ থেকে একই ছাত্রের ব্যাপারে প্রশংসা শোনে “কঠোর পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং অনুসন্ধিৎসু” তখন সম্ভবত আপনি এই ধারণা করবেন না যে, শিক্ষক হয়ত নতুন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বর্ণনাক্রম পরিবর্তন করেছেন। কার্যত যেকোনো শ্রোতা এই দুই বক্তব্যকে সমান হিসেবে গ্রহণ করবে এবং বর্ণনাক্রমের পরিবর্তনের সাথে কোনো তাৎপর্য, বিশেষ অর্থ বা কোনো শৈলী সম্পৃক্ত আছে- এরকমটা মনে করবেনা। বিষয়গুলো কোন ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে, এ ব্যাপারে বক্তা ও শ্রোতা মনোযোগ এবং আলাদা অর্থ সম্পৃক্ত করবেনা যদি না সেখানে একটি স্পষ্ট স্তর, ক্রমিক বিন্যাস অথবা কিছু সাদৃশ্য বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এ ব্যাপারে আল কুরআন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শব্দ ব্যবহারে সূক্ষ্মতা ও উপযুক্ততার যে বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্বের অধ্যায়ে দেখেছি, সেটা শব্দ উপস্থাপনের ক্রমের মধ্যেও প্রকাশ পায়। সুতরাং, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আল কুরআনে শব্দক্রম উপস্থাপনের সূক্ষ্মতা জানার জন্য একই শব্দের ব্যবহারে গঠিত অনুচ্ছেদের সাথে তুলনা করা প্রয়োজন, যেখানে শব্দগুলো ভিন্ন ও অপ্রত্যাশিত ক্রমে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের গবেষণায় উপস্থাপিত উদাহরণ গুলো থেকে আমরা এই অধ্যায়ে কিছু নির্বাচিত উদাহরণ নিয়ে কুরআনে শব্দ ব্যবহারের ক্রম থেকে প্রকাশিত তাৎপর্য তুলে ধরব।

“তিনি পরম দয়ালু ক্ষমাশীল”

প্রথম কুরআন পাঠ করতে গিয়ে একজন পাঠক খেয়াল করবেন প্রায়

অধ্যায় চার

ব্যকরণগত স্থান পরিবর্তন

আধুনিক গদ্যের সুন্দর গঠনশৈলীর জন্য কাল (tense) এবং পুরুষের (person) সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার একটি মৌলিক শর্ত। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি গল্প বলা হয়, লেখক নিজেকে অতীত কিংবা বর্তমান কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন এমনটাই থাকে প্রত্যাশিত। একজন লেখক যদি নিজেকে উল্লেখ করতে চান, হয় তাকে বলতে হবে “এই লেখক” (নাম পুরুষ), “আমি” (উত্তম পুরুষ একবচন), অথবা “আমরা” (উত্তম পুরুষ বহুবচন), কিন্তু একবার যদি এসকল বর্ণনারীতির যেকোনও একটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেই লেখার পরবর্তী সব অংশে এই রীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আবশ্যিক।

আধুনিক পাঠকবৃন্দ পরোক্ষভাবে এই মৌলিক গদ্যরীতিতে অভ্যাস্ত হয়ে উঠেছেন, ফলে এই বর্ণনারীতি উপেক্ষা করা এবং বর্ণনা ধাঁচের সামঞ্জস্যতার আপাত ঘাটতিতে কুরআনের বক্তব্য উপস্থাপনে তারা প্রায়শই বিক্ষিপ্ত বোধ করতে থাকেন। আল কুরআনের বক্তব্য উপস্থাপনে প্রায়শই পুরুষ, বচন, কাল, বাচ্য, ক্রিয়ার প্রকার এবং কর্তা সংক্রান্ত বিষয়ের স্থান পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এই পরিবর্তন এমন পর্যায় পর্যন্ত ঘটে থাকে, যেখানে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে একাধিক সংখ্যক এমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কুরআনের বক্তা নিজেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করে থাকেন, যেমন “আমরা”, “আমি”, অথবা এমনকি নাম পুরুষে “আল্লাহ”, “আপনার প্রভু”, অথবা “তিনি/তঁার” হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাক্যের কাল পুরোঘটিত কাল (perfect tense) থেকে অপূর্ণ ক্রিয়ার কালে (imperfect tense) কিংবা বিপরীতভাবেও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অনেক সময়, ভবিষ্যতের ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে পুরোঘটিত কাল, যা সচরাচর অতীতকালের সাথে সম্পর্কিত। কুরআনে এমনও স্থানান্তর দেখা যায়, যেখানে সম্বোধিত ব্যক্তি একজন থেকে অন্যজনে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ, এখানে প্রায়শই একটি বিষয়ের আলোচনা থেকে পাঠককে কোনোরূপ প্রস্তুত না করেই অন্য আরেকটি বিষয়ের দিকে বর্ণনার মোড় ঘুরে যেতে থাকে; এবং আরও সাধারণ ঘটনা হল- এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে আলোচনার মোড় ঘুরে যাওয়া দুইটি বিষয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্কও থাকেনা প্রায়শই। এ ধরনের বর্ণনারীতি আধুনিক পাঠকের কাছে অপরিচিত ঠেকে এবং তার কাছে (বাহ্যিকভাবে) আকর্ষণমুক্ত মনে হতে থাকে, তার

অধ্যায় পাঁচ

রচনাইশৈলী ও ব্যাকরণের অন্যান্য সূক্ষ্মতা

চিরায়ত আরবিতে ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। একজন প্রতিভাবান বক্তা বা লেখক বাক্যের গঠন ও শব্দের বিভিন্ন রূপকে (ব্যাকরণগত দিককে) নিজ উদ্দেশ্যে নিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারেন, অর্থের বাড়তি কিছু আবহ সৃষ্টি করতে, অর্থের একটি দিককে শক্তিশালী করতে, অথবা শ্রোতার ওপর নির্দিষ্ট প্রভাব সৃষ্টির জন্য প্রত্যাশিত প্রচলিত ব্যবহারের ধাঁচ থেকে বদলে ফেলতে পারেন। অন্যভাবে বললে, আরবি ব্যাকরণ বক্তাকে এমন কিছু উপায়-উপকরণ দেয় যার দ্বারা বক্তা তার ভাষাকে ইচ্ছামাফিক নবরূপ দান করতে পারেন, যার ফলে সেটা শ্রোতার কাছে আবেদনময় এবং উপযুক্ত বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। এসব ব্যাকরণগত উপায়-উপকরণের কিছু কিছু কেবলমাত্র শৈলী ও সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে বিরাজ করে; অন্যান্য কিছু সূক্ষ্ম অর্থের আবহ সহকারে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এসকল উপায়-উপকরণের কিছু নমুনা উপলব্ধি করব এবং দেখব আল কুরআন কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করে সৌন্দর্য, দৃঢ়তা এবং অর্থকে সমৃদ্ধ করেছে।

জোরারোপ এবং শিথিলতা

আরবি অলঙ্কারের একটি বিষয় হল প্রেক্ষাপট অনুসারে জোরারোপ কিংবা নিরুৎসাহিত করণে সংশ্লিষ্ট কৌশলের দক্ষ ব্যবহার। আরবি ভাষা অনেক উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে থাকে যা একটি নির্দিষ্ট শব্দ বা সম্পূর্ণ বাক্যকে গুরুত্বারোপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক্রিয়ার কাল দ্বারা শুরু হওয়া ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ধাঁচ বিবেচনা করা যাক। ‘শামিম রান্না করবে’ বাক্যের তুলনায় ‘শামিম রান্না করেছে’ বাক্য দ্বারা অধিক নিশ্চয়তা বোধক অর্থ পৌঁছে দেয়, কারণ দ্বিতীয় বাক্য আপনাকে বলছে যে, কাজটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু প্রথম বাক্যে কাজটি সম্ভবত তা সম্পন্ন হয়নি। এজন্য, পুরোঘটিত কাল বা সম্পন্ন ক্রিয়ার কাল (perfect tense) যদিও “শামিম রান্না করেছে” বাক্যের মতো অতীত কালের সাথে সম্পর্কিত তবুও আরবি ভাষা এবং আল কুরআনে এটাকে ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে যাওয়া কাজকে বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যাতে করে ভবিষ্যতের কাজকে নিশ্চয়তা প্রদান করা যায়, যেন সেই ঘটনাটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

অধ্যায় ছয় চিত্রকল্পীয় ভাষা এবং উপমা

অবিশ্বাস্যভাবে আল কুরআন খুব স্বল্প সংখ্যক শব্দভাণ্ডার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, যেটা এর মুখস্থকরণকে সহজ করে দিয়েছে। একই সাথে, সীমিত পরিসরের শব্দভাণ্ডার একটি সমৃদ্ধ ও জটিল অর্থের সম্মিলন ঘটিয়েছে।^{৫৪} এক দিক থেকে এটা সম্ভব করেছে বিভিন্ন রকমের বক্তব্যের চিত্র, যেমন রূপক, উপমা, এবং বাগধারা উল্লেখের মাধ্যমে, সেই সাথে দৃষ্টান্ত ও দ্যোতনা সৃষ্টির মাধ্যমে উপমার পরিসরকে আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। একটি মৌখিক রচনা হিসেবে আল কুরআন তাঁর পাঠকদের শুধুমাত্র অর্থ ও ধর্মের সমন্বয়ে প্রভাবিত করেনা বরং দর্শনযোগ্য উপমার অবতারণাও করে থাকে। চিত্রকল্পীয় ভাষা এবং উপমার এই সমন্বয় সহজ করে দেয় কিতাবের জটিল ও বিমূর্ত শিক্ষা এবং ধারণাগুলো সংক্ষেপে, বর্ণনাযোগ্য, এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার উপযোগী উপায়ে পৌঁছে দিতে। এই অধ্যায়ে আমরা আলঙ্কারিক সৌন্দর্য ও শাব্দার্থিক সক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআনীয় আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যের এই প্রকরণটি থেকে কয়েক ঝলক উপস্থাপন করব। সবসময়ের মত পাঠকের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আল কুরআনের আরও একটি সৌন্দর্য হল ধ্বনিগত মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারা, যেটা এই বইয়ের সামর্থ্যের আওতামুক্ত। সুতরাং সেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করার জন্য আল কুরআনের মূল আরবি তিলাওয়াতের মধ্যে প্রবেশ করা প্রয়োজন।

মৌলিক রূপক এবং উপমা সমূহ

আল কুরআনের রূপক ও উপমার ব্যবহারে রয়েছে পরিসর ও জটিলতার দিক থেকে ব্যাপক বৈচিত্র্য। প্রথমে আমরা কিছু সংক্ষিপ্ত, সোজাসাপ্টা উদাহরণ লক্ষ্য করব যাতে খুব সামান্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে থাকে। তারপরের অংশগুলোতে জটিলতার মাত্রা যেসব উদাহরণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করব, বেশি সময় খরচ করব আল কুরআনের বাগধারা এবং সর্বশেষ দৃষ্টান্ত ও দ্যোতনা সৃষ্টির উপকরণ সমূহ আলোচনা করব। নিম্নোল্লিখিত আল কুরআনের রূপক ও উপমাগুলো একত্র করে আলোচ্য বিষয় অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে মূল পাঠের বিভিন্ন অংশ সমূহ থেকে।

৫৪. দেখুন, মুনতাসির মীর, Verbal Idioms of the Qur'an (Ann Arbor: University of Michigan, 2-1, (1989).

অধ্যায় সাত আসমানি শপথ সমূহ

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কারণে একজন ব্যক্তি শপথ করতে পারেন।^{৬৩} সর্বোচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে কিন্তু ঐকান্তিক পর্যায়ে একটি শপথ হল নিশ্চয়তা বোধক যে, একজন ব্যক্তি সত্য কথা বলছেন। শুধুমাত্র চরম ইতরশ্রেণির লোকই পারে সচেতনভাবে শপথের পবিত্রতা ভঙ্গ করতে, এমনটা সে করে মূলত যেকোন নৈতিক, সামাজিক এবং আইনসংক্রান্ত মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং একটি প্রকৃত শপথ করার অর্থ দাঁড়ায় একজনের দাবির সত্যতার ওপর তার জীবন ও খ্যাতির ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে।^{৬৪} এভাবে, একটি শপথ হল অন্যদের আস্থাকে নিরাপত্তা দেওয়ার একটি পস্থা। অর্থ্যাৎ, একজন ব্যক্তি সাধারণত তখনই শপথ করেন, যখন তার ব্যাপারে বিশ্বাস বা আস্থার ঘাটতির প্রশ্ন আসবে (অর্থ্যাৎ, “আমি কসম করছি, বাস্তবিকই আমি সেখানে যাইনি!”)। সহস্র বছর ধরে আইনি অঙ্গনে ‘শপথ’ এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যেমন প্রাচীন নিকট পূর্ব অঞ্চলে সাম্রাজ্য অনুমোদন থেকে রাজনৈতিক আনুগত্যে কিংবা আধুনিক আদালতের সাম্রাজ্য গ্রহণে। প্রাচীন নিকট-পূর্ব অঞ্চলে, এমন ধরনের শপথ গ্রহণ করা হত সাধারণত প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে, হোক সেটা কোন ব্যক্তি, সত্ত্বা কিংবা এমনকি জড়বস্তু। সর্বশেষ, একটি শপথ (শ্রোতা) ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ এবং দাবিকৃত বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি জোরারোপের একটি পদ্ধতিও বটে। কারণ যেহেতু একজন ব্যক্তি নিছক কোন খুচরা দৈনন্দিন ব্যাপারে শপথ করতে পারত না।

শপথ করার জন্য বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি রয়েছে। সচরাচর একজন ব্যক্তি শপথ করে থাকেন একটি পবিত্র বস্তু বা ধারণার “দ্বারা” বা “ওপরে”, যেমন যখন কোন ব্যক্তি বাইবেলের ওপর শপথ করেন কিংবা এমন কিছু ঘোষণা করেন যে, “আমি আমার ভাইয়ের জীবনের ওপর শপথ করছি!” শপথ সংক্ষিপ্তকরণও করা যেতে পারে, যখন কেউ বলে “আমি আল্লাহর নিকট শপথ করছি” এই কথার সংক্ষিপ্ত হয় “আল্লাহর দ্বারা”। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামপূর্ব আরবীয় সংস্কৃতি ও কবিতায় বক্তা শপথ করত এমনসব বিষয়ে যা তার নিজের কাছে এবং অন্যদের কাছেও তাৎপর্যপূর্ণ,

৬৩. এই অধ্যায়ে শপথ দ্বারা আমরা কোন কিছু করার “ব্রত”কে বুঝাইনি বরং এর দ্বারা এমন শপথ উদ্দেশ্য যা দাবির বা ঘোষণার সত্যতা প্রমাণের জন্য করা হয়।

৬৪. M. Zakyi Ibrahim, “Oaths in the Qur’an: Bint Al-Shati’s Literary Contribution”, Islamic Studies 98-475 :(2009) 48:4.

অধ্যায় আট

“সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল মানুষের রব”

আল কুরআনের কোন অনুবাদ কপি আপনি যদি শুরুর দিক থেকে খুলেন, প্রথমেই আপনি ফাতিহা (আল ফাতিহা) নামের সূরাটি পাবেন, যার আক্ষরিক অর্থ “শুরু বা প্রারম্ভিকা”। প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিই এই সূরাটি সম্পর্কে জানেন এবং মুখস্ত রাখেন, কারণ এটা প্রত্যাহিক পাঁচ ওয়াজ্জ সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল কুরআনের অন্য ১১৩ টি সূরাহ মুটামুটিভাবে তাদের দৈর্ঘ্য বিবেচনায় ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে, যেখানে কুরআনের শুরুর দিকে সবচেয়ে দীর্ঘতম সূরাহগুল এবং শেষের দিকে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সূরাহগুলো স্থান পেয়েছে, এই (গড়) নিয়মের ব্যতিক্রম হল সূরাহ আল ফাতিহা। ক্ষুদ্রতম সূরাহ গুলোর মধ্যে একটি হল এই সূরাহ, অথচ ভূমিকা হিসেবে এটা স্থাপিত হয়েছে আল কুরআনের প্রারম্ভে। রাসূল মুহাম্মাদ স. এই সূরাটিকে “উম্ম আল কিতাব” নামেও অভিহিত করেছেন, যার আক্ষরিক অর্থ হল “কিতাবের মা”। আরবিতে কোন কিছু সারসংক্ষেপ বা মূলবক্তব্য বুঝানোর জন্য উম্ম তথা মা পরিভাষাটি রূপকভাবে ব্যবহার হতে পারে। সুতরাং “উম্ম আল কিতাব” এর অনুবাদ করা হয়ে থাকে “কিতাবের সারসংক্ষেপ” অথবা “কিতাবের মূলবক্তব্য” যার দ্বারা নির্দেশ করে কীভাবে ফাতিহার মধ্যে সংক্ষিপ্তরূপে কীভাবে সম্পূর্ণ আল কুরআনের মূলবক্তব্য স্থাপন করা হয়েছে। সে অর্থে বাঁকি কুরআন হল সূরাহ আল ফাতিহার সাধারণ বিস্তৃত রূপ। সূরাটির অনুবাদ-

রহমান ও রহিম আল্লাহর নামে,^{৭৬} সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের রব, যিনি রহমান ও রহিম, কিয়ামত দিবসের মালিক। আমরা শুধুমাত্র আপনারই উপাসনা করি, এবং আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। সরল সঠিক পথে আমাদের পথ প্রদর্শন করুন, তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দান করেছেন, তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও যারা পথভ্রষ্ট।

বইয়ের প্রথমার্ধের শেষাংশে পৌঁছে, এই অধ্যায়ে এই সূরার প্রথম আয়াতটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের রব” এর শব্দ নির্বাচন, ব্যাকরণ এবং বাক্যের গঠন লক্ষ্য করব।^{৭৭}

অধ্যায় নয় আল কুরআনে কাহিনী উপস্থাপন- এক

আল কুরআন একই সাথে নিজেকে বাইবেলীয় নবীদের ধারাবাহিকতায় একটি আসমানি কিতাব এবং মানবতার জন্য একটি নৈতিক ও আত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এ উভয় রকমের ভূমিকা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কাহিনী উপস্থাপন কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয় বিশেষত বাইবেলীয় চরিত্র ও মূলবক্তব্য সহ যা এই কিতাবের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আল কুরআনের কাহিনী সমূহ শুধুমাত্র নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ নয়, বরং সেই সাথে আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য ও বর্ণনারীতিগত সমৃদ্ধিও বিদ্যমান। মুত্তাসির মীর লিখেছেন,

আল কুরআন একটি সমৃদ্ধ বৈশিষ্ট্যসূচক ও জটিল আলঙ্কারিক স্টাইল ধারণ করে। শব্দ, বাক্য ও বাগধারা পর্যায়ে ভাষার সর্বোত্তম মাত্রার দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার ছাড়াও এখানে নিহিত আছে বক্তব্যের চিত্রকল্প, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। যার দ্বারা বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনারীতি ও নাটকীয় কৌশলে ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। ঘটনার চরিত্রগুলো স্বল্পমাত্রায় উল্লেখিত হলেও কাহিনীর রয়েছে শক্তিশালী প্রভাব। এ কারণে, যে ব্যক্তি আরবিতে কুরআন পাঠ করে, তাতে একটানা ছন্দবদ্ধ কাব্যিক গদ্য উপস্থাপিত হয়েছে, যা বিভিন্ন সুরার ক্ষেত্রে একটি সম্মোহনী প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে, অনুবাদে সেটা সম্পূর্ণরূপে ধারণ করা সম্ভব হয়না।^{৮৬}

তবুও এখন পর্যন্ত কুরআনীয় বর্ণনারীতির রসোপলব্ধি ও বোধগম্যতার দুয়ার সীমাবদ্ধ থেকে গেছে পাঠক ও স্কলারদের মধ্যে প্রচলিত কিছু রীতিনীতির কারণে। প্রথমত, মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে ধর্মতত্ত্বীয়, আইনগত এবং ঐতিহ্যগত প্রচলিত পদ্ধতি সহকারে ব্যাখ্যা উপস্থাপনেই সীমাবদ্ধ থাকা যদিও নিঃসন্দেহে এটা গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের আলঙ্কারিক প্রকাশকে ঢেকে রাখে।^{৮৭} দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা পাঠকগণ প্রত্যাশা করেন একটি ক্রমানুসারে সাজানো ধারাবাহিক বর্ণনা, আল কুরআনের “টুকরা টুকরা” গল্প উপস্থাপন তাদের সামনে হোঁচট খাওয়ার ন্যায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। একটি কাহিনী একজায়গায় সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করার পরিবর্তে আল কুরআনে পুনরাবৃত্তি সহকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপন করেছে। একটি কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত

৮৬. Mir, “Qur'an as Literature”, 52.

৮৭. প্রাগুক্ত, ৪৯-৫২।

অধ্যায় এগারো

আল কুরআনের সূরাহ গুলোর কাঠামো এবং পারস্পরিক সংলগ্নতা

যে কোনও আলোচনা হোক তা মৌখিক (যেমন গল্প, কবিতা, গান কিংবা বক্তব্য) কিংবা লিখিত (যেমন গ্রন্থ, রচনা, অধ্যায় বা প্রবন্ধ) এর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমরা সাধারণত একটি বোধগম্য বর্ণনাক্রম এবং কাঠামো যথা একটি শুরু, মধ্য, এবং সমাপ্তি প্রত্যাশা করি। এমনকি আলোচনাটির মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিষয় বা প্রসঙ্গও অন্তর্ভুক্ত থাকে, আমরা প্রত্যাশা করি সেগুলো কোনও ভাবে একটি মুখ্য ধারণার (অথবা কাহিনীর ক্ষেত্রে প্রেক্ষিতের) সাথে গিয়ে সম্পর্কিত হবে এবং সেখানে একটি বিষয়ের সাথে পরের বিষয়ের যৌক্তিক সম্পর্ক থাকবে। একটি কাহিনী যদি ক্রমানুসারে বর্ণনা না করা হয়, বক্তা তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন, অথবা গ্রন্থটির পৃষ্ঠাগুলো পর্যায়ক্রমে পাঠ না করা হয়, তাহলে সেই লেখার মধ্যে উপস্থাপিত ব্যাপার দ্বারা পাঠকের মধ্যে কোনও ধারণা তৈরি করা কঠিন হবে।

আল কুরআন অধ্যয়নে অগ্রসর হওয়া পাঠক প্রায়শই, কিতাবের মধ্যে পারস্পরিক সংলগ্নতা, কাঠামো, এবং বিন্যাসের মধ্যে ঘাটতি আছে এমন উপলব্ধি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। বিভিন্ন কারণে এমন সব উপলব্ধির জন্ম হতে পারে। প্রথমত, এতে সাধারণ বইয়ের একটি অধ্যায়ের মতো নয় বরং, একটি মাত্র সূরাহ সম্ভাব্য এমন অনেকগুলো বিষয় এবং প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে থাকে, যেগুলো বাহ্যত পরস্পর অপ্রাসঙ্গিক, সেই সাথে ঐ একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ আবার বিভিন্ন সূরার মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া, সূরাহ গুলোর শিরোনাম থেকে পাঠক সেই সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু কিংবা অন্তর্ভুক্ত বিষয়-উপাদান সম্পর্কে খুব কমই ধারণা পেয়ে থাকেন বরং সেসব শিরোনাম শুধুমাত্র একটি চিহ্ন হিসেবে কাজ করেছে, যা দ্বারা তাদের চেনা যায় বা আলাদা করা যায়। দ্বিতীয়ত, সূরাহ গুলো ক্রমানুসারে কিংবা বিষয়ভিত্তিক সুসজ্জিত নয়, বরং সেগুলো খুবই স্থূলভাবে সজ্জিত, তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে। যেখানে বড় দৈর্ঘ্যের সূরাহ (নাযিলের ক্রমানুসারে সেগুলো শেষের দিকে থাকার কথা) গুলো কুরআনের শুরুর দিকে এবং ছোট দৈর্ঘ্যের সূরাহ গুলো (নাযিলের ক্রমানুসারে সেগুলো প্রথম দিককার) শেষের দিকে উল্লেখিত হয়েছে। তৃতীয়ত, সেখানে রয়েছে হঠাৎ হঠাৎ (সম্বোধনের) বচন, পুরুষ, এবং ক্রিয়ার কালের (number,

অধ্যায় বারো

আল কুরআনে প্রতिसাম্যতা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা অনুসন্ধান করেছি আল কুরআনের সূরাগুলোর মধ্যকার সংলগ্নতা উপলব্ধির বিভিন্ন দিকঃ কীভাবে তা একটি যৌক্তিক ক্রমধারা অবলম্বন করেছে; কীভাবে স্বতন্ত্র পৃথক পরিচ্ছেদগুলোর সমন্বয়ে একটি সামগ্রিক কেন্দ্রীয় মূলভাব তৈরি করে; এবং মূলভাব, পরিভাষা, শব্দের মূলধাতু, এবং এমনকি আয়াতের সমাপ্তি-স্বরধ্বনি কীভাবে এর বিভিন্ন অংশের মধ্যকার ঐক্যতান নির্মান করে। এখন, আমরা আল কুরআনের গঠন-কাঠামোর একটি দারুণ দিক উন্মোচনের দিকে মননিবেশ করব, যা কেবলমাত্র সাম্প্রতিক দশকে আলোচনার সামনে এসেছেঃ ধারণাসমূহের প্রতিসাম্য বিন্যাস, যা বৃত্তাকার গঠন-কাঠামো পরিভাষায় অভিহিত। বৃত্তাকার গঠন-কাঠামোর ধারণাটা কেমন, কেন তা গুরুত্বপূর্ণ, এবং কুরআন কেন তা ব্যবহার করেছে সে ব্যাপারে জানতে হলে এই আবিষ্কারের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিগত দুই শতাব্দি ধরে বাইবেলীয় অধ্যয়নে অধিকাংশ স্কলারই শুধুমাত্র ঐতিহাসিক এবং মূলপাঠের আলোচনা-পর্যালোচনায় মনযোগী ছিলেন।^{১৫৬} জ্ঞানের এসব বিভাগ বাইবেলের গ্রন্থগুলোর ঐতিহাসিক মূলপাঠ এবং সংস্থাপন, এর লেখক, কীভাবে এর ভেতরকার কাহিনী ও ঐতিহ্যগুলো বিকশিত হয়েছে, কীভাবে সেগুলোকে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাথে তুলনা করা হবে, এবং কীভাবে এর মূলপাঠ বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছেছে তার অনুসন্ধান অগ্রসর হয়েছে। তাছাড়া, কিছু স্কলার বাইবেল গ্রন্থসমূহের আলঙ্কারিক বিষয় অনুসন্ধানও মনোযোগ দিয়েছিলেন, বাইবেলের কাব্যিকতা, আলঙ্কারিক উপাদান, বর্ণনাভঙ্গি, মুখ্য বিষয়বস্তু সমূহ এবং অন্যান্য আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সমকালীন অধ্যয়ন-অনুসন্ধান বাইবেলের সাহিত্যালঙ্কার অনুসন্ধান ক্রমবর্ধমান লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হয়েছে।

আমাদের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব হল, ঐতিহাসিক-সমালোচকবৃন্দ প্রায়শই যখন বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থের গঠন-কাঠামো এবং সংলগ্নতার মধ্যে ঘাটতি খুঁজে পেয়েছেন এটাকে লেখকদের বিন্যাস-দক্ষতার দৈন্যতা অথবা অনেকগুলো লেখক বা সম্পাদকের হস্তক্ষেপকে দায়ী করেছেন কিছু আলঙ্কারিক স্কলার অন্যদিকে খুঁজে পেয়েছেন যে, বাইবেলীয় লেখক এবং সম্পাদকবৃন্দ

১৫৬. 'আলোচনা-পর্যালোচনা' অনুবাদ করা হয়েছে criticism শব্দ থেকে। এর দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

হতে পারে সাদৃশ্যতার সম্পর্ক অথবা অন্যকিছু।

এমন সমান্তরালতার অনেক উদাহরণ আল কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে।
একটি সহজ উদাহরণ হল ২৮:৭৩ নং আয়াতে-

তিনিই নিজ অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে তোমরা
বিশ্রাম নিতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ তাল্লাশ করতে পার।

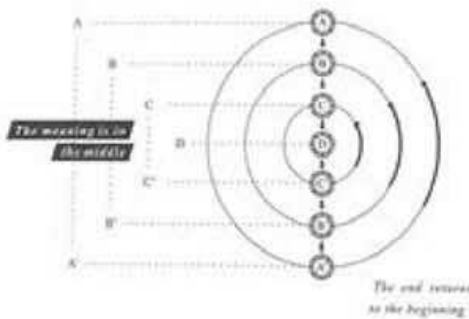
এক্ষেত্রে “রাত” (ক) “বিশ্রাম” (ক*) এর সাথে, এবং “দিন” (খ) “তাঁর
অনুগ্রহ তাল্লাশ করা” (খ*) এর সাথে সম্পর্কিত। একটি অধিক জটিল
উদাহরণ পাওয়া যায় একানব্বই নম্বর সূরার শুরুর দিকে, সূরাহ আশ শামস,
যা আমরা সাত নম্বর অধ্যায় “আসমানি শপথ” শিরোনামে আলোচনা
করেছি। এটা একটি আসমানি শপথ যেখানে সমান্তরালতার ধারাবাহিক
উপস্থিতি রয়েছেঃ

শপথ সূর্যের ও তার বিস্তৃত রোদের,
শপথ চাঁদের যখন তা সূর্যের অনুগামী হয়,
শপথ দিনের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে,
শপথ রাতের, যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়,
শপথ আসমানের এবং যিনি তা বানিয়েছেন,

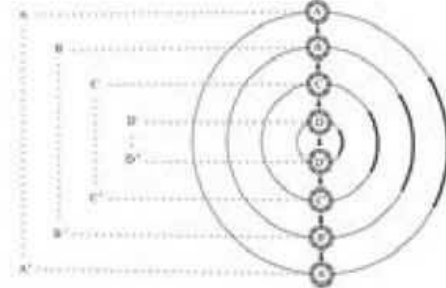
শপথ জমিনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন। (৯১: ১-৬)

কাব্য ও আলঙ্কারিক প্রকাশে সমান্তরালতা একটি অতীব সাধারণ উপকরণ,
কারণ এটা খুবই সরল, স্বজ্ঞামূলক বা সহজাত, নান্দনিকভাবে আবেদনময়
এবং সম্ভাব্য গতিময়।

Diagram 1

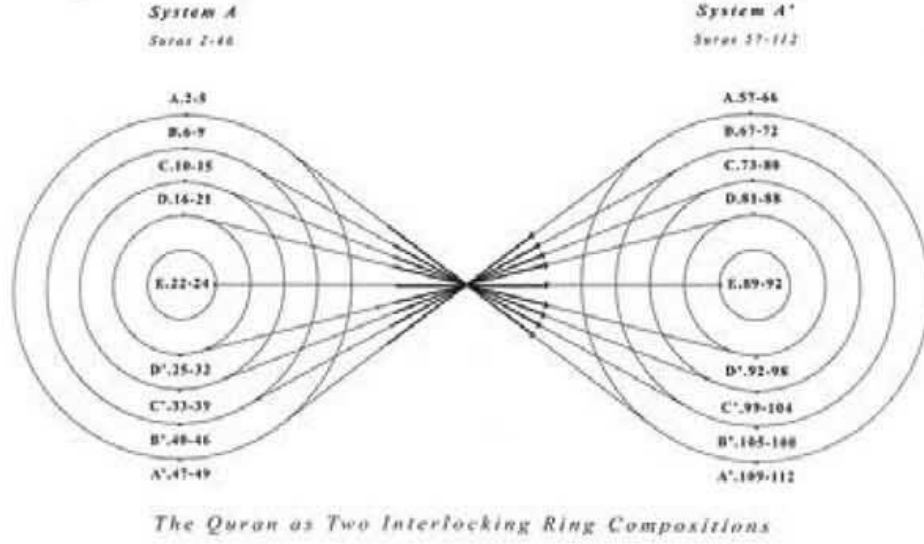


Type 1



Type 2

Diagrams of Ring Composition



উদাহরণস্বরূপ, নিয়ম ‘ক’ এর মধ্যে একটু চোখ বুলানো যাক:

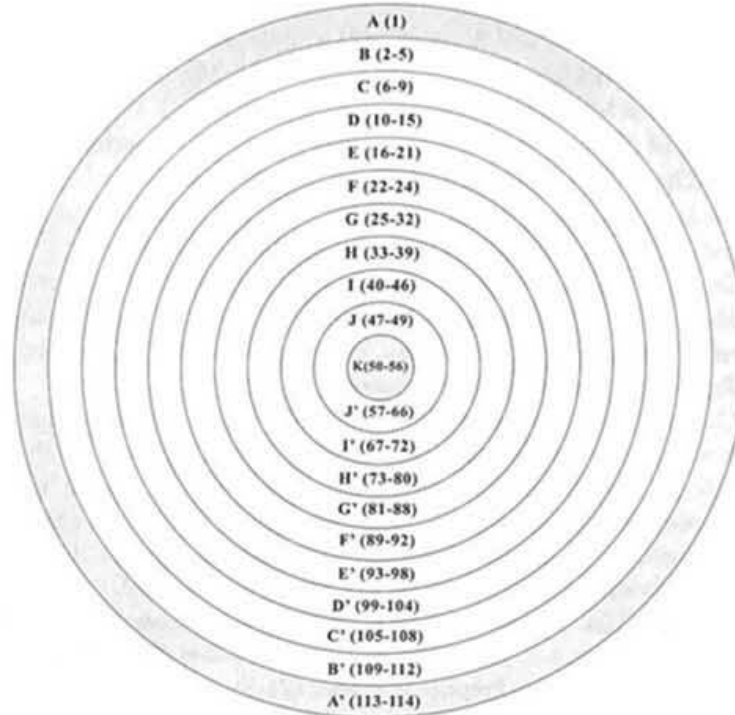
- » গুচ্ছ ‘ক’ (সূরাহ ২-৫) এবং গুচ্ছ ‘ক*’ (সূরাহ ৪৭-৪৯) তে একমাত্র বিদ্যমান রয়েছে ‘মক্কা’ নাম (৩: ৯৬ তে “বাক্কা”, ৪৮: ২৪ তে “মক্কা”); বিদ্যমান রয়েছে মদিনার মুসলিমদের হজ্জা পালনের জন্য একটি আহ্বান (গুচ্ছ ‘ক’, ২: ১৯৬) এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ রয়েছে, যা সংঘটিত হয়েছিল তাদের হজ্জ পালনের প্রচেষ্টাকালে (গুচ্ছ ‘ক*’, সূরাহ ৪৮); এবং মুসলিম জাতির মধ্যে একতার ব্যাপারে জোরারোপ করা হয়েছে (গুচ্ছ ‘ক’, ৩: ১০৩; ৪৯: ১০) এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় দল সৃষ্টি (গুচ্ছ ‘ক*’, ২: ১৪৮; ৪৯: ১৩)।
- » গুচ্ছ ‘খ’ (সূরাহ ৬-৯) এবং গুচ্ছ ‘খ*’ (সূরাহ ৪০-৪৬) এ বিদ্যমান রয়েছে মক্কা একটি “শহর সমূহের জননী” (উম্মুল কুরা) হিসেবে গণ্য করার বিশেষ খবর এবং আল্লাহ তায়ালায় ক্ষমার বিশেষ ঘোষণা, এমনকি এমন শিরোনামের সূরাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- সূরাহ আত তাওবাহ (৯ নং সূরাহ); সূরাহ আল গাফির (৪০ নং সূরাহ)।
- » গুচ্ছ ‘গ’ (সূরাহ ১০-১৫) এবং গুচ্ছ ‘গ*’ (সূরাহ ৩৩-৩৯) অবহিত করে যে, বিচারদিবসে উচ্চস্বরে করে বলা হবে, “সকল হামদ আল্লাহর জন্য, যিনি সকল মানুষের রব!” (১০: ১০; ৩৯: ৭৫)। উভয় গুচ্ছতেই ইউনুস আ. এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যেখানে একটি ব্যাপারে জোরারোপ করা হয়েছে যে, ইউনুস আ. এর উন্মত্ত তাওবাহ করার ফলে নিষ্কৃতি পেয়েছিল (১০: ৯৮); সেই সাথে আরও জোরারোপ করা হয়েছে যে, ইউনুস আ.

নিজেও তাওবাহ করার ফলে তিনি মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন (৩৭: ১৩৯-১৪৮)।

- » গুচ্ছ ‘ঘ’ (সূরাহ ১৬-২১) এবং গুচ্ছ ‘ঘ*’ (সূরাহ ২৫-৩২) অন্তর্ভুক্ত সূরাগুলো বিভিন্ন পতঙ্গের নামে (১৬ নং সূরাহ আন নাহল; ২৭ নং সূরাহ আন নামল; ২৯ নং সূরাহ আল আনকাবুত)। একটি গুচ্ছে তুলে ধরেছে যে, রাসূল স. এর ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল তিনি একজন কবি (২১: ৫) এবং অন্যগুচ্ছে, আরবের কবিদের বৈশিষ্ট্যের সাথে রাসূল স. এর বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য তুলে ধরা হয়েছে (২৬ নং সূরাহ, আশ শু’আরা)।

ফারিন আরও মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, এই দুইটি নিয়ম (system) পুনরায় একটি কেন্দ্রীয় সূরাগুচ্ছ দ্বারা একত্রে সংযুক্ত (৫০-৫৬ নং সূরাহ, যা বিষয়বস্তুগত ভাবে পরকালীন জীবনের ব্যাপারে মনযোগী), যার মাধ্যমে সমগ্র কুরআন কে একটিমাত্র বৃহৎ বৃত্ত-কাঠামো হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করেছে, যেখানে ১ নং সূরাহ এবং ১১৩-১১৪ নং সূরাহ কাঠামোর পরিপার্শ্বে আবৃত করেছে প্রার্থনা হিসেবে:

Diagram 3



The Whole Quran as a Ring Composition